ভোরের কাগজ

তারিখ ... NOV 15 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ২

04

হরতালের পর হরতাল, পরীক্ষা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিপাকে

কাগজ প্রতিবেদক : স্কুলগুলোর চলমান বার্ষিক পরীক্ষা আরেক দফা পিছিয়ে গেলো। বিএনপিসহ ৪ দলের ডাকা হরতালের কারণে আগামীকাল সোমবার কোনো স্কুলেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। বিরোধী জোট হরতাল ঘোষণার পাশাপাশি ২৪ নভেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে।

এদিকে পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশ স্কুল কর্তৃপক্ষকে বিপাকে ফেলেছে। আগামী শুক্রবার ছুটির দিনেও রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলেই পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারিত রয়েছে। চলতি মাসে চারটি হরতালের কারণে পিছিয়ে যাওয়া পরীক্ষাগুলো এদিন অনুষ্ঠিত হবে। নতুন করে হরতাল ডাকায় বাতিল হয়ে যাওয়া পরীক্ষাগুলো কবে অনুষ্ঠিত হবে এ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকমহল উদ্বিগ্ন। সময়মতো পরীক্ষা শেষ করা যাবে কিনা তা নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সংশয় প্রকাশ করেছে। বিরোধী দলগুলো ২৪ নভেম্বরের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করার আলটিমেটাম দিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ সময় পাচ্ছেন আরো একদিন কম। ২৪ নভেম্বর শবেবরাতের জন্য সরকারি ছুটি রয়েছে।

এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হরতাল কর্মসূচি না থাকলে নগরীর অধিকাংশ স্কুলেই ২৩ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা শেষ হয়ে যেতো।

অগ্রণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী রোকেয়া মান্নান বলেছেন, পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া ছাত্রীদের আবারো হয়রানির মধ্যে ফেলবে। তিনি জানান, তার পক্ষে শুক্রবার পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে না। কারণ ঐ দিন একটি ব্যাংকের পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারিত রয়েছে। অগ্রণী স্কুলে ২৫ নভেম্বর পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা থাকলেও হরতালের কারণে তা পিছিয়ে যাচ্ছে।

আরমানিটোলা সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ নাসিরউদ্দিন নতুন করে হরতাল ডাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, এভাবে দেশের সর্বনাশ করার অধিকার রাজনীতিবিদদের নেই।

ভিকারুননেছা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষা হামিদা আলী জানিয়েছেন, হরতালের কারণে ইতিমধ্যে কয়েক দফা পিছিয়ে যাওয়া পরীক্ষা আরেক দফা পিছিয়ে যাবে। তার স্কুলে আগামী শুক্রবারও পরীক্ষা নেওয়া হবে।

মোহাম্মদপুরের রেসিডেন্সিয়াল মডেল হাই স্কুলের অধ্যক্ষ কর্নেল কায়সার আহমেদ মঙ্গলবার হরতাল ডাকায় হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, এভাবে দেশ চলতে পারে না। তিনি জানান, তার স্কুলের ডাবল শিফটের পরীক্ষা জুমার নামাজের জন্য শুক্রবারে নেওয়া অসুবিধা হলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন ছুটির দিনেই পরীক্ষা নিতে হবে।

বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, হরতালের কারণে শুধু পরীক্ষাই নয় পিছিয়ে গেছে স্কুলের অন্যান্য কর্মসূচিও। সাধারণত আসন্ন রমজানকে কেন্দ্র করে স্কুলগুলো বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অধিকাংশ স্কুলেই হরতালের কারণে ১০ তারিখে শুরু হওয়া পরীক্ষার ফলাফল রমজানের আগে ঘোষণা করা সম্ভব হবে না।